পলিসি ব্রিফ
৬৭ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘দুর্নীতি দমন কমিশন’ পরিচালিত গণশুনানি: কার্যকরতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ভূমিকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন সহায়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক জবাবদিহিতার টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীকে জবাদিহিতার আওতায় আনা এবং সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুশাসন চর্চার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ও স্থানীয় সেবা খাত প্রতিষ্ঠানের ওপর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর সাথে টিআইবি’র বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকের আওতায় দুদক পরিচালিত গণশুনানি আয়োজনে বিশেষতঃ স্থানীয় পর্যায়ে গণশুনানি আয়োজনে টিআইবি সহযোগিতা করে থাকে। এই গণশুনানিগুলো কতটুকু কার্যকর হচ্ছে তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে টিআইবি “দুর্নীতি প্রতিরোধে ‘দুর্নীতি দমন কমিশন’ কর্তৃক পরিচালিত গণশুনানি: কার্যকরতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়” শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। ৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত এই গবেষণায় ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৩ টি গণশুনানির প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এই উদ্যোগের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হল।

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় গবেষণায় নির্বাচিত গণশুনানিগুলোতে অভিযোগকারীরা বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘুষ, হয়রানি, দায়িত্বে অবহেলা, খারাপ আচরণ ও প্রতারণাসহ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে মোট অভিযোগকারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সমাধান পেয়েছেন। বাকী প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৩%) সমাধান না পেলেও তাদের মধ্যে ১৪ শতাংশের ক্ষেত্রে অভিযোগ সমাধান প্রক্রিয়াধীন। যারা সমাধান পাননি তাদের মতে সমাধান না পাওয়ার অন্যতম কারণগুলো হলো- কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা, নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবি, উদ্যোগের অভাব। তবে গণশুনানির পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানে সেবার মান উন্নয়নে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সেবাগ্রহিতাদের সামনে সেবাপ্রদানকারীর জবাবদিহির ব্যবস্থাকে গণশুনানির অন্যতম ইতিবাচক দিক হিসেবে সেবাগ্রহিতারা মতামত দিয়েছেন। এছাড়া গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী গণশুনানি আয়োজন ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। আয়োজন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ হল গণশুনানি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, সেবা সম্পর্কে ধারনার অভাব, পর্যাপ্ত প্রচারণার অভাব, প্রান্তিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কম অংশগ্রহণ, অভিযোগ জমা দিতে দ্বিধা ও উত্থাপনে বাধা, সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের অনাগ্রহ ও অনুপস্থিতি এবং দুদকের জনবল, লজিস্টিকস ও অর্থবরাদ্দের ঘাটতি। গণশুনানি চলাকালে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো বিলম্বে অনুষ্ঠান শুরু হওয়া ও অতিথিদের দীর্ঘ বক্তৃতা। গণশুনানি-পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলো হলো কর্মকর্তাদের বদলি ও অবসরজনিত কারণে অভিযোগ নিষ্পত্তি বিলম্ব ও প্রতিশ্রুতির ফলো-আপ না হওয়া।

সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গণশুনানিকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে টিআইবি’র পক্ষ থেকে দুদকের বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে।

গণশুনানি আয়োজন পর্যায়ে করণীয় সুপারিশ

১. জনসচেতনতা বৃদ্ধি: গণশুনানির উপযোগিতা ও ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জনসচেনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

২. গণশুনানির জন্য বাজেট: গণশুনানি সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য দুদক ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. অধিকতর প্রচারণা: প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রচারণায় স্থানীয় এনজিও, গণমাধ্যম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৪. অভিযোগের ধরন অনুযায়ী উপস্থাপনের সুযোগ দান: অভিযোগের ধরন অনুযায়ী সমন্বয় করে একই ধরনের একাধিক অভিযোগ থেকে ন্যূনতম একটি করে অভিযোগ উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে।

৫. প্রতিষ্ঠান/খাতভিতিক আলাদা গণশুনানি: যে সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর অভিযোগের আধিক্য রয়েছে এবং যেসব সেবাখাতে নিরীক্ষা, গবেষণা ও গণমাধ্যম প্রতিবেদন অনুযায়ী দুর্নীতির আধিক্য রয়েছে সে সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর পৃথক পৃথক গণশুনানি আয়োজন করতে হবে।

৬. জনবান্ধব আয়োজন: জনসাধারণ যাতে দ্বিধাহীনভাবে অভিযোগ জমা দিতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য সহজে যাতায়াত করতে পারে এমন স্থানে গণশুনানি অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

গণশুনানি পরিচালনায় করণীয় সুপারিশ

৭. শুনানি অনুষ্ঠান কার্যকরভাবে পরিচালনা: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণশুনানি কার্যক্রম শুরু করার পাশাপাশি গণশুনানিতে উপস্থিত অতিথিদের বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে অভিযোগকারীদের অভিযোগ শোনার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে কার্যকরভাবে অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা: গণশুনানিতে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. বিতর্কিত ব্যক্তিদের না রাখা: অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের গণশুনানি আয়োজন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ শুনানিতে আলঙ্কারিক অতিথি হিসেবে রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১০. গণশুনানি সঞ্চালনায় নিরপেক্ষতা: স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য/সুপরিচিত নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে সুখ্যাতি সম্পন্ন সঞ্চালকের মাধ্যমে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে।

১১. নির্ভয়ে ও পুরোপুরিভাবে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ নিশ্চিত করা: অভিযোগকারীদের নির্ভয়ে ও পুরোপুরিভাবে অভিযোগ উত্থাপন করার মতো সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

গণশুনানি পরবর্তীতে করণীয় সুপারিশ

১২. অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা: কর্মকর্তাদের অবসর, বদলি বা অন্য কোনো কারণে যাতে অভিযোগের সমাধান বাধাগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ অভিযোগের নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. অভিযোগের ফলো-আপ: শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দুদকের পক্ষ থেকে কার্যকর পরীবিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪. অভিযোগকারীদের ঝুঁকি নিরসন: অভিযোগকারীরা যাতে কোনো হয়রানি ও শুনানি পরবর্তীতে অধিকতর দুর্নীতি বা ঘুষ আদায়ের শিকার হওয়ার সম্ভাবনাসহ স্থানীয়ভাবে নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে না পড়ে সে লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh